অনুবাদ

অমিত কুমার গুপ্ত

ভারতীয় 'সার্বজনিক' [পাবলিক] জাদুঘর, কলকাতা, ১৮৫৮-১৮৭৮

বাংলার এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাচ্যবিদরা ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব এবং সূক্ষ্মতাকে ফুটিয়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৭৮৪ সালে স্যার উইলিয়াম জোন্সের হাত ধরে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি গড়ে ওঠেছিল এবং সেই সময়ের পণ্ডিতেরা পুরো ঔপনিবেশিক কাল জুড়েই প্রাচীন ভূমির অতীত ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের সন্ধান করে গিয়েছেন। পুরাতাত্ত্বিক, শৈল্পিক, ভাস্কর্য, মুদ্রা, নৃতাত্ত্বিক, প্রাণীবিজ্ঞান ও ভৌগোলিক নমুনা ও নিদর্শনের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তাদের ফলাফল/আবিষ্কারগুলোকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুবিধার জন্য সুরক্ষা করার প্রয়োজন পড়ে। প্রাথমিকভাবে এসব আবিষ্কার সোসাইটি এর জার্নাল (এশিয়াটিক রিসার্চ), অন্যান্য প্রকাশনা ও গ্রন্থাগার, এবং অফিস চত্বরে মধ্যে মৌলিক উপকরণ জড়ো করে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করেছে। একসময়ে দেখা যায়, সোসাইটির এসব প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহ এবং ঐতিহাসিক প্রাথমিক উৎসগুলো আগ্রহী দর্শকদের কাছে প্রদর্শনী হিসাবে বিবেচিত হতে শুরু করেছে। এরপর সোসাইটি সদস্যদের এবং পৃষ্ঠপোষকদের কাছ থেকে অনুদান যোগাতে এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৭৯৬ সালে একটি ভবন নির্মাণ শুরু করে। কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের কোনায় সরকার প্রদত্ত জমিতে বহু যত্নে নির্মিত ভবনটি ১৮০৮ সালে সোসাইটির দখলে আসে। ছয় বছর পরে, ১৮১৪ সালে এই প্রাঙ্গনে পুরো ভারতের প্রথম জাদুঘর স্থাপন করা হয় এবং উদ্বোধন করা হয়।

১

আমলাতান্ত্রিক ঝঞ্ঝাট ও ক্রমাগত বর্ধিত দায়িত্বের কারণে একটি বেসরকারি জাদুঘর চালানোর চাইতে প্রতিষ্ঠা কম কঠিন। এশিয়াটিক সোসাইটি পরবর্তী দুই দশকে তা উপলব্ধি করতে পারে এবং ১৮৩৬ সালে সুস্পষ্ট আর্থিক চাপে জাদুঘরের মাসিক অনুদানের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করতে বাধ্য হয়। যেহেতু সরকারী অনুদান হিসেবে প্রতি মাসে সামান্য ২০০ রুপি [বিশেষ উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত সহায়তার বিধানসহ ১৮৩৯ সালে ৩০০ রুপিতে উন্নীত করা হয়][১] ছিল নিতান্ততই অপ্রতুল, ফলে সোসাইটি বাধ্য হয় জাদুঘর এর সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারের দাক্ষিণ্য এর উপর। কলকাতার ১ নং হেস্টিংস স্ট্রিটে ১৮৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত ইকোনমিক জিওলজি মিউজিয়াম এই আবেদনের জন্য সোসাইটিকে আরও উৎসাহিত করে। ফলস্বরূপ, এর সদস্যরা ১৮৫৬ সালে কলকাতায় (ব্রিটিশ-ভারতীয় রাজধানী) একটি 'ইম্পেরিয়াল মিউজিয়াম' স্থাপনের জন্য ভারত সরকারের কাছে একটি স্মারক জমা দেন, এটি ছিল ব্যক্তিগত সংগ্রহস্থলের হোল্ডিংয়ের উপর নির্মিত যা ইতিমধ্যে চলমান। সোসাইটির মতে, 'যেসব উদ্দেশ্য অন্য সব সভ্য জাতির সরকারগুলোকে তাদের রাজধানীতে জাদুঘর স্থাপন করার উৎসাহ দিয়েছে সেই উদ্দেশ্যগুলো ব্রিটিশ ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।' এটি সম্ভবত আরও বেশি শক্তিশালী ছিল, কারণ এর শাসকগণ, অথবা মুষ্টিমেয় বিদেশিরা নিজেদের 'ইচ্ছা যদি নাও থাকে, তবু [তাদের প্রজাদের][২] উন্নতিতে নেতৃত্ব দেয়ার সক্ষমতা' দাবি করতেন। ১৮৫৬ সালের সোসাইটির স্মৃতিসৌধ থেকে কিছুই বেরিয়ে আসেনি কারণ ১৮৫৭ সালে বিরাট বিদ্রোহের ছড়িয়ে পড়া এবং 'ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলি'তে অমনযোগী সরকার নাটকীয়ভাবে নিমজ্জিত হয়েছিল। যাইহোক, কর্তৃপক্ষ যখন সংকট থেকে মুক্তি পেয়েছিল, এবং মনে হচ্ছিল যে তারা ঝামেলা থেকে বেঁচে গিয়েছে, ঠিক তখন সোসাইটি ১৮৫৮ সালের অক্টোবরে এই সমস্যাটি সাহস করে আবার উত্থাপন করে। এরপর এর মূল্যবান সংগ্রহগুলি ভারত সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কলকাতায় 'ইম্পেরিয়াল জাদুঘরে' স্থানান্তরিত করার জন্য চাপ দিতে থাকে।[৩]

এশিয়াটিক সোসাইটির প্রস্তাব অনুসারে, এই ধরনের একটি জাদুঘর যথাযথ নিয়মের অধীনে সকলের জন্য 'অবাধে উন্মুক্ত' হওয়া উচিত এবং সম্ভবত 'যতটা সম্ভব ইউরোপীয় ও স্থানীয়দের মতো'।[৪] যারা জ্ঞানের প্রাথমিক উপাদানগুলি অন্যত্র অর্জন করে এসেছে, এরপর অনুসন্ধানে লব্ধ জ্ঞান পরবর্তী সাধনায় এটি ব্যবহার করবেন তারা এই ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বাধিক উপকার লাভকারী ব্যক্তি হবেন।

'শিক্ষার সবচেয়ে মূল্যবান এবং অতি প্রয়োজনীয় অংশ' হিসেবে গঠিত হলেও ...এটি 'পৃথক স্কুল বা কলেজের অধীনস্থ করা উচিত নয়'। বরং 'এটি সকলের জন্য রেফারেন্স ও পরামর্শের সাধারণ লাইব্রেরি হওয়া উচিৎ'।

যেহেতু জাদুঘরটাকে সভ্যতায় প্রগতির একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হিসাবে ভাবা হচ্ছিল, তাই 'কলকাতা শহরের সেরা অংশে' এর অবস্থান হওয়া উচিত, এবং এমন একটি স্থানে যেখানে 'দর্শনের জন্য স্থানীয়দের অসুবিধা হবে না'।[৫] ভারত সরকার যদি কলকাতা মহানগরীতে একটি সরকারী জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করতে সম্মত হয়েও থাকতো তবু প্রস্তাবটি কার্যকর করার জন্য তারা আর্থিকভাবে প্রস্তুত ছিল না। নিজেরা কিছুটা গড়িমসি করে এবং *সোসাইটির* অনবরত পীড়াপীড়ির পর, ভারত সরকার অবশেষে তথাকথিত 'ইম্পেরিয়াল' জাদুঘরের প্রস্তাব গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয় ২২ মে ১৮৬২ সালে। এটি সোসাইটির সংগ্রহগুলি (লাইব্রেরি ব্যতীত) প্রস্তাবিত সরকারি গুদামে স্থানান্তরের অনুমোদন দেয় এবং কলকাতার চৌরঙ্গী রোডে স্মল কজ কোর্ট এর স্থানে এটি রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।[৬] জাদুঘরের ব্যবস্থাপনার জন্য একটি বোর্ড অফ ট্রাস্টি গঠনের অনুমতি দেয়া হয়, এবং সোসাইটিকে ক্ষমতার 'উদার শরিকানা' দেয়া হয় এবং বোর্ডের জন্য সদস্যপদের অনুমতি দেয়া হয়।[৭] কর্তৃপক্ষ অবশ্য 'ইম্পেরিয়াল মিউজিয়াম'কে উপযুক্ত নাম হিসাবে মনে করেন নি এবং কাউন্সিলের গভর্নর জেনারেল নিজেই এই ধরণের 'সার্বজনিক জাদুঘর' হিসাবে এর নাম 'ভারতীয় জাদুঘর' প্রস্তাব করেন।[৮]

সরকার এবং এশিয়াটিক সোসাইটির উভয়ের শব্দভাণ্ডারে ১৮৫০-এর দশকের শেষের দিকে (আরো সুনির্দিষ্ট ভাবে, ১৮৫৮ এর পর থেকে) বারংবার ব্যবহৃত 'ইম্পেরিয়াল মিউজিয়াম' এর বদলে 'সার্বজনিক জাদুঘর' শব্দটির ব্যবহার স্পষ্টভাবে লক্ষণীয় ছিল। এমনকি ১৮৫৮ সালে, সোসাইটি তার প্রস্তাবিত জাদুঘরটিকে 'সার্বজনিক জাদুঘর' বলে অভিহিত করে যেখানে গোপন, তালিকাভুক্ত ও সুন্দরভাবে সাজানো নমুনাগুলি 'সর্বজনের' জন্য প্রদর্শিত হবে; 'সকল শ্রেণির দেশীয়রাও' এতে অন্তর্ভুক্ত।[৯] ১৮৬২ সালে, প্রস্তাবনাকে কার্যকর করার ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের পর, *সোসাইটি* 'জাদুঘরকে একটি সর্বজনের জন্য জাদুঘর' হিসেবে তুলে ধরেছিল।[১০] ভারত সরকার তাদের পক্ষ থেকে এমনটাই অনুভব করেছিল যখন তারা 'কলকাতায় একটি সার্বজনিক জাদুঘর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিলের খসড়া প্রণয়ন করছিল'।[১১] এমনকি ১৮৬২ সালে সোসাইটির প্রস্তাবে তাদের প্রাথমিক ইতিবাচক প্রতিক্রিয়াতেও একইভাবে এটিকে 'কলকাতার সার্বজনিক জাদুঘরের ভিত্তি' হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল।[১২] তারা ১৮৬২ সালে জাদুঘরের ওপর জনসাধারণের ঐকান্তিক অধিকার দাবি করেছিল: 'যখন জাদুঘর জনসাধারণের সম্পত্তি হয়ে যায়, তখন জনগণ জাদুঘরের নিদর্শন বিনামূল্যে উপভোগ করবে যেমনটি তাদের সংরক্ষণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটা

কোনভাবেই এমন শর্তাবলী অনুসরণ করা উচিত নয় যা এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যদের চাইতে অন্যান্যদের ব্যবহার আরো সীমিত হয়ে উঠবে'।[১৩]

উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে ব্রিটিশ-ভারতীয় অফিসিয়াল শব্দভাণ্ডারে কলকাতায় জাদুঘরকে 'ইম্পেরিয়াল' না বলে 'পাবলিক' [সার্বজনিক] বলার প্রতি সরকারি কর্তৃপক্ষ ও প্রাচ্যবিদদের ক্রমবর্ধমান পক্ষপাতিত্ব কিছুটা বিস্ময়কর। সাধারণত 'প্রাইভেট' [ব্যক্তিগত] এর বিপরীত হিসাবে 'সার্বজনিক' [পাবলিক] ব্যবহৃত হত; তা দিয়ে সরকার বা তার এজেন্সিগুলিকেই নির্দেশ করা হত, কদাচিৎ 'জনগণ', 'জনসাধারণ' বা 'জনতা' বোঝাতে ব্যবহৃত হত। পণ্ডিতেরা তাদের প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের বেলাতে এই শব্দ ব্যবহার করতেন না এবং তারা আমজনতা থেকে তাদের অভিজাত্যকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে সচেষ্ট থাকতেন। এটা লক্ষ করার মতো ব্যাপার যে, উৎসাহী এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যরা একরকম নিজেদের 'ব্যক্তিগত' জাদুঘরকে সোসাইটি চত্বরে 'সবার জন্য উন্মুক্ত' রাখতে পেরেছিলেন।[১৪] তাছাড়া জেমস প্রিন্সপ একে তো একটি সর্বভারতীয় মর্যাদাসম্পন্ন 'জাতীয়' জাদুঘর বানানোর ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। এত কিছুর পরেও, একটি 'সার্বজনিক' জাদুঘরের প্রসঙ্গ উত্থাপন এবং আন্তরিকভাবে সরকারের রাজি হয়ে যাওয়া, এবং সেটাও মাত্র ১৮৫৬-১৮৬২ এর মধ্যকার সংক্ষিপ্ত সময়ে, এটাকে সে সময়ে কিছু অস্বাভাবিক তাৎপর্যপূর্ন ও সুদূরপ্রসারী ঘটনার ফলাফল বলে ধরে নেয়া যায়। ১৮৫৭-৫৮ সালের বিদ্রোহ ছিল এমন একটা ঘটনা, যা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল।

ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিদ্রোহী সিপাহিদের দ্বারা শুরু হওয়া এই বিদ্রোহে অসন্তুষ্ট ভারতীয় রাজপুত্তর, জমিওয়ালা সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ সমর্থন ও সহযোগিতা যুগিয়েছিলেন। তাতে নাটকীয়ভাবে অংশ নিয়েছিল সাধারণ জনগণ, যাদেরকে মোটাদাগে 'পাবলিক' [সার্বজনিক] বলা যায়: এর মধ্যে ছিলেন ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন বর্গের কৃষক, কারিগর, গ্রামীণ ও শহুরে গরীব জনগণ, ভবঘুরে, ভিখারি ও সমাজের চোখে নিন্দিত বিভিন্ন গোষ্ঠী। অপ্রস্তুত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যাদেরকে মোকাবিলা করতে হচ্ছিল তারা নিছক বিদ্রোহী সিপাহীদের সৈনিক ছিল না, বা শত্রুপক্ষীয় রাজা এবং নবাবদের সৈন্য ছিল না, বা অসন্তুষ্ট আভিজাতদের অনুসারি ছিল না। কর্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট জনগণের মধ্যে আধা-সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকদের, অর্থাৎ তথাকথিত, খুনি লুটেরা ও অগ্নিসংযোগকারীদের সামনে এক বিভ্রান্তকর পরিস্থিতিতে পড়েছিল। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের উচ্চ ভূমির মুল্যায়ন (রিকার্ডিয়ান রেন্ট তত্ত্বের

অকল্পনীয় প্রবর্তনের ভিত্তিতে) এবং বকেয়ার জন্য অধিকারচ্যুতির শিকার লোকজনে ভরপুর ছিল, পাশাপাশি শহুরে অনিয়মিত চাকরিজীবী ও বেকারদের বিরাট দল ছিল। ইতোপূর্বে তারা কখনো 'উদ্দীপ্ত জনতার উত্থান, ভয়ঙ্কর জনতার ভিড়, আক্রমণাত্মক সংখ্যার ভয়' এর মুখোমুখি হয় নি; এমন 'বহু মাথাযুক্ত দানবকে মোকাবিলা করেনি'।[১৫] এটা ছিল জনসাধারণের ভয়ঙ্কর অগ্রযাত্রা, রক্তপিপাসু উন্মত্ত জনতা [মব], বেশুমার মানুষের কুচকাওয়াজ; এগুলোই ভারতে ব্রিটিশকে সবচাইতে ভীত করে তুলে, বিশেষ করে যারা কর্মকর্তা নয় তাদের অন্তরাত্মা বহুদিনের জন্য কেপে উঠেছিল। ফলে ভারতীয় জনগণ [পাবলিক] সম্পর্কে যে আপাত ধারণা, তারা শান্ত ও শান্তিপূর্ণ জনগণ ধীর ও নিদ্রালু গতিতে বসবাস করে থাকেন, সেটাকে আর মেনে নেয়া যায়নি। বরঞ্চ এই জনগণকে সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিৎ, তাদের সামাজিক উর্ধ্বতনদের (এবং শোষণকারীদের)[১৬] মাধ্যমে ক্রমাগত দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিৎ, এবং যথাসম্ভব ভালো মেজাজে রাখা এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে কিছু পরিমাণ তোষামোদও করা উচিৎ।

যদিও এই বিদ্রোহ সাধারণত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল (নতুন 'সেটেলড', ভূমি রাজস্ব অনুসারে)[১৭], প্রধানত উত্তর, মধ্য, অংশত পশ্চিম এবং পূর্ব ভারতের প্রধান অংশ জুড়ে সেটা সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এর প্রভাব কমবেশি সারা দেশেই পড়েছিল। এটি ভারতে ব্রিটিশ ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রস্থল কলকাতা মহানগরীতেও প্রবলভাবে অনুভূত হয়েছিল। এটি এইসব এলাকার ইউরোপীয় বাসিন্দাদের গভীরভাবে ও সমানভাবে ত্যক্ত করেছিল।

ব্যারাকপুরের উপর কলকাতার চরম উদ্বেগ এবং ভীতির কারণ দেখা গেছে (এর নাম 'ব্যারাক' কারন এখানে সেনা সদস্যদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল)- গঙ্গার পূর্ব তীর থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে একটি জায়গা - যেখানে একটি ছোট্ট বিদ্রোহের গর্জন প্রথম শোনা যায় ১৭৬৪ সালে। তাছাড়া এর ৬০ বছরের পরে ১৮২৪ সালের ৩১ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বরের মধ্যে বার্মায় অভিযানে অনিচ্ছুক দলকে পাঠানোর প্রস্তুতি নিয়ে সিপাহীদের একটি বড়ো বিদ্রোহ ব্যারাকপুরে ঘটেছিল। ব্রিটিশরা ১৪ জন নেতাকে হত্যা করে এবং আরো ২০০ জনের হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে এই বিদ্রোহ দমন করে।[১৮] প্রায় তিন দশক পর ব্যারাকপুর কার্যত আবারও ১৮৫৭ সালের মহান বিদ্রোহের সূচনা করে। ৬ এপ্রিলে মঙ্গল পাণ্ডের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর মিলে গিয়েছিল ১০ মে মেরুত সিপাহীদের বিস্ফোরণের সাথে, আপাতত সব একই কারণে ঘটছিল।[১৯] উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশে দ্রুত বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ার

সাথে সাথে তাদের তীব্র তাপ ব্যারাকপুরের পাড় থেকে দ্রুত কলকাতা শহরের কেন্দ্রে চলে যায়। ১৮৫৭ সালের গোড়ার দিকে, কলকাতা হঠাৎ করে উত্তেজনা এবং শঙ্কার এক চূড়ায় পৌঁছে যায়। বিদ্রোহী সিপাহীদের শহরে চালান দেয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়ে, আর এমন কথা ছড়িয়ে পড়ে যে স্থানীয় অধিবাসীরা বিদ্রোহী সিপাহীদের সাথে মিলে ইউরোপীয়দের জীবন এবং সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করেছে। ১৪ জুন উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়, যখন স্থানীয় সিপাহীদের অভ্যুত্থানের পরপরই শহর উন্মত্ত জনতার দখলে চলে যায়, এবং আতঙ্কে সরকারি ও বেসরকারি সমগ্র ইউরোপীয় জনগোষ্ঠী, আশ্রয় নেন হুগলির জাহাজে, বা ফোর্ট উইলিয়ামের অভ্যন্তরে অথবা অন্যান্য সুরক্ষিত সরকারি ভবনের ভেতর।[২০] যদিও জুন মাসে বা এর পরে আর কোনো বিপর্যয় ঘটেনি, তবু কর্তৃপক্ষ ও ইউরোপীয়দের ভয় কাটেনি। এই ভয়ই শেষ পর্যন্ত স্থানীয়দের অস্ত্র কেনা-বেচার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে অস্ত্রের লাইসেন্স সংক্রান্ত একটি আইন জারি করতে বাধ্য করে।[২১] বাঙলার বাইরে 'জনতার ভিড়' [ক্রাউড]- ফরাসি বিপ্লবের কাল থেকে (১৭৮৯ এরপর) 'ফরাসি উন্মত্ত জনতা'র স্মৃতিস্মারক ইংরেজদের মনে শঙ্কার তৈরি করতো- এতোটাই আশঙ্কাজনক বাস্তব ও নিকটবর্তী বলে অনুভূত হয়েছিল যে, ভবিষ্যতে এটাকে সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। 'সাধারণ লোক', 'রাস্তার পুরুষ {ও নারী}', 'জনগণ', এবং কিছুটা আনুষ্ঠানিক ভাষায় 'পাবলিক' হঠাত করেই ব্রিটিশ ও ভারতের সরকারের চোখে হুমকি আকারে হাজির হয়।

১৮৫৮ সালে ভারতের শাসনভার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ রাজ বা রাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে হস্তান্তর, এবং এটি কীভাবে চালানো উচিত তা নিয়ে বিতর্ক, এসব দিয়ে ভারতীয় জনসাধারণকে দেখানো হয় যে শাসক মহল একটি নির্দিষ্ট উপযোগিতা নিয়ে এসেছে। এটা আপাত উৎপাদিত হয়েছিল পার্লামেন্টে উদীয়মান হেভিওয়েটদের (উদারপন্থী বিরোধীদের মধ্যে গ্ল্যাডস্টোন এবং টরি সরকারে ডিস্রায়েলি) এর মাধ্যমে। তারা ১৮৫৭-৫৮ সালে বিবেচনা করেছিলেন অস্থির ভারতে কীভাবে ব্রিটিশ হেতুটাকে আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। একদিকে গ্ল্যাডস্টোন ভারতকে স্ব-শাসনের জন্য প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন, যে ভারত 'ভারতীয় দ্বারা'[২২] এবং 'ভারতীয়দের জন্য' শাসিত হবে, অন্যদিকে ডিস্রায়েলি মনে করতেন ভারতকে কাঁচামালের উৎস ও বাজার হিসাবে ব্যবহারে ব্রিটেনের স্বার্থ হাসিল হবে না যদি না 'ভারতীয়রা স্ব-শাসিত হোন',[২৩] এবং যদি না 'ভারতীয়দের সুখ ও ব্রিটেনের কল্যান, ক্ষমতা ও গৌরব' এর মধ্যে ভারসাম্য তৈরি হয়।[২৪]

বিদ্রোহের পরের দিনগুলিতে ব্রিটিশ রাজনৈতিক উচ্চতর কর্তৃপক্ষ এইভাবে ভারতী জনসাধারণের কথা মাথায় রাখার ওপর জোর দিয়েছিলেন এবং ভারতের প্রভাবশালী মহলে এর প্রভাবও দেখা গিয়েছিল। 'জনগণ', 'জনপ্রিয়', 'সাধারণ', 'আমজনতা', 'জনতা' সবকিছুকে ধারন করে 'পাবলিক' শব্দটা নিয়মিত সরকারি ও বেসরকারি শব্দভাণ্ডারে হাজির হতে শুরু করে। ফলে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠানকে 'পাবলিক' বা 'সার্বজনিক' বলে ব্যাখ্যা দেয়াটা ১৮৬০ এর দিকে বেশ গ্রহণযোগ্য ও পছন্দনীয় হয়ে উঠেছিল। [২৫]

কলকাতায় সরকার নির্মিত জাদুঘরের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। কাউন্সিলের গভর্নর জেনারেল অবশ্য আরো উদারতা প্রদর্শনপূর্বক 'কেন্দ্রীয়' 'জেনারেল' বা 'সার্বজনিক' জাদুঘরকে 'ভারতীয় জাদুঘর, কলকাতা' নাম দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন; এটা কেবল সমগ্র ভারতকেই তুলে ধরবে না, বরঞ্চ এটা সকল ভারতীয়দের জন্যও। প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত আইনের খসড়া এটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'ভারতীয় জাদুঘর' বলে অভিহিত করেছিল।

২

'ইম্পেরিয়াল' বা সার্বজনিক, সরকারি বা বেসরকারি, কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় যাই হোক না কেন, একটি জাদুঘরকে সবসময় জাদুঘরে বিকশিত ধারণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলতে হয়। ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ মিউজিয়ামের বর্তমান সংজ্ঞা অনুসারে, 'একটি জাদুঘর হল জনস্বার্থে [পাবলিক ইন্টারেস্ট] পরিচালিত একটি স্থায়ী স্থাপনা, যেখানে সর্বজনের আনন্দ এবং শিক্ষার জন্য, সাংস্কৃতিক গুনাগুণ সমৃদ্ধ বস্তু সংরক্ষণ, অধ্যয়ন, প্রদর্শনী করা হয়।'[২৬] সে কালের সংজ্ঞানুযায়ী, কলকাতাস্থ ভারতীয় জাদুঘর একটি আইন পাস (১৮৬৬ এর আইন XVII) এবং ট্রাস্টি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে এগিয়ে যায়। ট্রাস্টি বোর্ড ছিল বারো সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত সরকারের মনোনীত আটজন (কলকাতার বিশপ সহ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং সচিব, স্বরাষ্ট্র বিভাগ, ভারত সরকার) এবং এশিয়াটিক সোসাইটির মনোনীত চারজন।[২৭] ১৮৭৬ সালে যখন আগেরটি বাতিল করে জাদুঘরের জন্য একটি নতুন গঠনতন্ত্র পাস করা হয়, ট্রাস্টিদের সংখ্যা বাড়িয়ে ষোল[২৮] করা হয়েছিল এবং এর পরেও তা অব্যাহত ছিল[২৯]। জাদুঘরের খরচ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে রাজ্যের সাধারণ রাজস্ব থেকে ১০,০০,০০০ রুপি মূলধন যোগান দেওয়া এবং তা ভারতীয় জাদুঘরের ট্রাস্টিদের নামে বিনিয়োগ হবে যাতে ট্রাস্টিবৃন্দ শুধুমাত্র সময়ে সময়ে তার সুদ পাওয়ার

অধিকারী হবেন। ট্রাস্টিবৃন্দ উইল, উপহার, বিতরণ এবং অনুদান এবং সরকারের বিশেষ অনুদান গ্রহণের অধিকারী হবেন।[৩০]

একইসঙ্গে, রাষ্ট্রীয় খরচে Small Cause Court এবং চৌরঙ্গী রোডের মাঝামাঝি জমিতে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে জাদুঘরের জন্য একটি নতুন ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল।[৩১] কিন্তু এটি সম্পন্ন হওয়ার আগেই এশিয়াটিক সোসাইটির দামী এবং বৈচির্ত্যপূর্ণ সংগ্রহগুলোকে (জাদুঘরের ভিত্তি উপকরণ হিসেবে এগুলো ব্যবহার করার লক্ষ্যে নিজস্ব চত্বরে রাখা হয়েছিল) শ্রেণীবদ্ধ ও ভুক্তি করে জাদুঘরের ভাণ্ডারে স্থানান্তরের জন্য প্রস্তুত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই কাজগুলোর করার জন্য অর্থাৎ সোসাইটিতে থাকা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, প্রাকৃতিক ইতিহাস,[৩২] বিজ্ঞান, পুরাকীর্তি এবং সাহিত্যের সংগ্রহ ও নিদর্শনগুলোকে বিভিন্ন বিভাগ ও কালানুসারে সাজানোর জন্য বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন পড়ে। সেভাবে ১৮৬৬ সালে ভারতীয় জাদুঘরের ট্রাস্টি একজন কিউরেটর নিয়োগ দেন (ড. জন অ্যান্ডারসন) এবং ১৮৬৯ সালে একজন সহকারি কিউরেটর নিয়োগ দেন (জেমস উড ম্যাসন)। উদ্দেশ্য হচ্ছে উপর্যুক্ত প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য উৎসাহী কর্মীদের একটি দলকে নেতৃত্বদান। শীঘ্রই তত্ত্বাবধান ও দেখভালের কাজ এতোই বেড়ে গেলো যে ১৮৭৭ সালে কিউরেটরকে সুপারিন্টেনডেন্ট এবং সহকারী কিউরেটরকে ডেপুটি সুপারিন্টেনডেন্ট পদ দেয়া হয়।[৩৩] জাদুঘরের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের দ্রুত সম্প্রসারণ, প্রদর্শনীগুলির সঠিক প্রক্ষেপণের প্রয়োজন (শাস্ত্র, ভাস্কর্য এবং অন্যান্য পুরাকীর্তি) আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার মহাপরিচালক (মেজর জেনারেল এ কানিংহাম) ১৮৭৬ সালে মিউজিয়ামের সুবিধার জন্য তার সহকারী জেডি বেগলার (ভারহুতের বৌদ্ধ নিদর্শনের বিশেষজ্ঞ) এর সেবা প্রদান করেন।[৩৪]

এইভাবে কলকাতায় (পার্ক স্ট্রিটের পাশে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাঙ্গনে) ভারতীয় মিউজিয়ামের কাজটি চৌরঙ্গীতে স্থাপিত কাঠামোটি সম্পন্ন হওয়ার পর এর অসাধারণ উন্নতি নিশ্চিত ছিল। যেহেতু প্রথম থেকেই মনে করা হচ্ছিল যে, জাদুঘর 'সকল শ্রেণি'র জন্য সুবিধানজনক একটি স্থানে স্থাপন করা উচিৎ যে স্থান 'শহরের সেরা স্থান' হবে[৩৫], সেহেতু শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত স্থানটি খুব উপযুক্তই ছিল।

বিখ্যাত ব্রিটিশ স্থপতি ওয়াল্টার এলবি ১৮৬০-এর দশকের প্রথমার্ধে এই আকর্ষণীয় ভবনটির নকশা করেছিলেন। এল বি গ্রানভিল কলকাতার আরো কিছু দারুণ ভবনের নকশা তৈরি করেছিলেন, যেমন পোস্ট অফিস, হাইকোর্ট এবং ইউনিভার্সিটি সিনেট ভবন। ১৮৬৬ সালে, পরিকল্পিত

ভবনের নির্মাণ ব্যয় '৫,৫০০,০০০'[৩৬] হিসাবে গণনা করা হয়েছিল এবং ১৮৭১ সালের মার্চ মাসে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত সময় সত্ত্বেও এর কাজটি বেশ ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছিল। ঠিক তার এক বছর আগে, তবে, ভারত সরকারের পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট দেখে যে খরচ কম সাব্যস্থ করা হয়েছিল, ফলে এটি বাড়িয়ে ১০২,৫০০,০০০[৩৭] রুপি করার সিদ্ধান্ত নেয়। খরচ আর বহুবার বাড়ানোর পর, [৩৮]আরো অনেক আমলাতান্ত্রিক জটিলতার পর ভবনটি ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হয় ১৮৭৫ সালে। গ্যালারিগুলো সাজাতে ও প্রদর্শনীর পুনর্বিন্যাস করতে আর দু'বছর লেগে গিয়েছিল। ১ এপ্রিল ১৮৭৮ সালে এটা দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।[৩৯]

শুরু থেকেই কতজন জাদুঘর প্রদর্শন করলো সেটার হিসাব কর্তৃপক্ষ খুব সাবধানে রেকর্ড করা হয়েছিল। যেহেতু জাদুঘরের দর্শনার্থীদের বর্গায়নের রেওয়াজ কোনোখানেই ছিল না[৪০], ভারতীয় জাদুঘর জোর দিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী/উপনিবেশিক বিভাজনের ওপরঃ ইউরোপীয় এবং ভারতীয় বা 'দেশজ'। শুরু থেকেই নারী, পুরুষ, মাস বছর ভিত্তিক রেকর্ডও ছিল। ১৮৬৬ সালের ১ মে থেজে ১৮৬৭ সালের ৩১ অক্টোবরের হিসাবে দেখলেই বোঝা যায় খুব সতর্কতার সাথে গণনা করা হয়েছিল।[৪১] রেকর্ড থেকে আরও দেখায় যে ১৮৬৭ সালের নভেম্বর থেকে (জাদুঘরটি পুরো নভেম্বর মাসের জন্য বন্ধ ছিল) থেকে ৩১ মার্চ ১৮৬৮ পর্যন্ত, প্রতিদিন গড়ে ৫৪৩ জন করে মোট ১,৫২,০০২ জন জাদুঘরটি পরিদর্শন করেছিলেন।[৪২] বোঝা যাচ্ছে যে, জাদুঘরে পরিদর্শন করা ইউরোপীয়দের সংখ্যা ভারতীয় দর্শনার্থীদের সংখ্যার খুব সামান্য অংশ। তথাকথিত দেশজদের, বিশেষ করে বিভিন্ন ধরণের মানুষের জাদুঘরের প্রতি আগ্রহ দেখা যায়। ১৮৬৯-১৮৭০ সালে দর্শকদের সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় দ্বিগুণ হয়।[৪৩]

প্রতি বছর একটি মাস (১ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর) বাদে, যখন কিনা এর চত্বরগুলি মেরামত, সংস্কার ও পরিষ্কার করা হতো, এবং সপ্তাহে শুক্রবার ছাড়া বাকি ৬ দিন, সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত খোলা থাকে। (ডিসেম্বর এবং জানুয়ারিতে বিকেল ৪টা)।[৪৪] জনসাধারণের জন্য সমস্ত দিন বিনামূল্যে প্রবেশ ছিল, কিন্তু পান-সুপারি ও বিড়ি ধূমপানে নিষেধাজ্ঞা ছিল।[৪৫] প্রবেশের সময় মূল ফটকে ব্যক্তিগত জিনিসপাতি জমা দিতে হতো।[৪৬] যাই হোক, কোন নিষেধাজ্ঞাই জাদুঘরের জনপ্রিয়তা অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। ছুটির দিনে দর্শনার্থীদের সংখ্যা বেড়ে যেত। ১৮৬৮ সালের জানুয়ারিতে মোট দর্শনার্থীর সংখ্যা ১৫,৬৮১ ছিল যা দৈনিক গড় হিসাবে ৫৮১, সর্বাধিক উপস্থিতি ছিল ২৭ তম (১৭৬৯) এবং ২৮ তম

(১৭৫৩) - একটি মুসলিম ছুটির দিন এবং পরেরটি ছিল হিন্দু ছুটির দিন।[৪৭] পার্ক স্ট্রিটের আবাসনে জায়গার অভাব সত্ত্বেও দর্শনার্থীর সংখ্যায় এত দ্রুত বৃদ্ধি জাদুঘর কর্তৃপক্ষের কাছে 'বাস্তব এবং স্থায়ী' বলে মনে হয়েছিল। দর্শনার্থীরা 'সিংহ ও বাঘের লড়াইয়ের তুলে ধরা ট্যাক্সিডার্মাল শিল্পের সূক্ষ্ম নমুনা'র প্রতি আগ্রী ছিল।[৪৮] জাদুঘরের প্রদর্শনীতে অপেক্ষাকৃত কম ভয়ঙ্কর প্রাণী, স্তন্যপায়ী এবং পাখির উপস্থিতি দর্শকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। যেহেতু উনিশ শতকে দর্শকদের সংখ্যাকে দর্শকের মানের চাইতে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল[৪৯] সেহেতু কর্তৃপক্ষ অশিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিত জনতাকে টানার জন্য ট্যাক্সিডার্মাল উৎপাদনের দিকে জোর দিয়েছিল। ফলে তারা স্বল্প বেতনের ট্যাক্সিডার্মিস্টদের সাথে কিছুটা উদারভাবে আচরণ করত যেন তারা জাদুঘরের কাজ ত্যাগ না করেন। প্রকৃতপক্ষে জাদুঘরের ট্রাস্টিগণ ১৮৭১ সালের ফেব্রুয়ারিতে শিল্পী ও প্রধান ট্যাক্সিডার্মিস্ট জনাব স্বরিজের বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করার ব্যাপারে কোন দ্বিধা করেননি।[৫০] মিউজিয়ামের সাথে সংযুক্ত সকল ট্যাক্সিডার্মিস্টকে যাদুঘর প্রাঙ্গনে, পার্ক স্ট্রিটে, অথবা এশিয়াটিক সোসাইটির কিড স্ট্রিট অফিসের কাছে সুবিধাজনক এবং বিনামূল্যে আবাসনের জন্য বিবেচনা করা হয়েছিল যেখানে তাদের ওয়ার্কশপও ছিল। শহরের প্রাণকেন্দ্রে কিড স্ট্রিটে বাসস্থান ভাড়া তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় বাংলার সরকার কলকাতার বাইরে মিউজিয়ামের ট্যাক্সিডার্মিস্টদের জন্য শহরতলিতে মাঝারি ভাড়ায় কোয়ার্টার খোঁজার চেষ্টা করেছিল।[৫১] সেবার ক্ষেত্রেও তাদের প্রতি নমনীয় আচরণ করা হয়েছিল এবং অতিরিক্ত অর্থের জন্য তাদের বাইরের ব্যক্তিগত কাজকে প্রায়ই দেখেও না দেখার ভান করা হতো, উপেক্ষা করা হতো।[৫২]

শুধু বন্য প্রাণী এবং পাখির ট্যাক্সাইডার্মাল উৎপাদনই নয়, তাদের কঙ্কাল এবং দেহের গঠন, সেইসাথে মাছ এবং অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীর নমুনা সাধারণ দর্শকদের কাছে এত আকর্ষণীয় হয়ে উঠে যে ১৮৭১ সালের মধ্যে জাদুঘর কর্তৃপক্ষ একজন অস্থিবিজ্ঞানী (পশু ও পাখির কঙ্কাল এবং হাড় বিষয়ক)[৫৩] নিয়োগ করেন। এবং ভবিষ্যতের জন্য একজন মীনবিদ্যাবিশারদ (মাছ, জীবাশ্ম এবং সামুদ্রিক জীবনের যত্ন বিষয়ক) নিয়োগ দেয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। এছাড়া, প্রাচীন ভারতীয় দেব-দেবীর ভাস্কর্য, বিভিন্ন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত স্থাপত্যের টুকরো, প্রাচীনকালের যোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র, লেন্স, ফালচিয়ন এবং কুঠার মতো অস্ত্রশস্ত্র দেখে স্থানীয়রা বিস্মিত হয়েছিল। সুদূর অতীতের পুরুষ ও মহিলাদের অলঙ্কার, মূল্যবান পাথর এবং পোষাক সাধারণ মানুষ ও জাদুঘরের দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করেছিল। তারা

অবশ্যই প্রদর্শনীগুলি ভালভাবে উপভোগ করেছেন, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে একে অপরকে ব্যাখ্যা করেছেন, তারা তাদের পরিবার এবং শিশুদেরকে গ্রাম, বস্তি এবং বাজার থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, এমনকি সংরক্ষিত ঐশ্বরিক মূর্তির সামনে বিড়বিড় করে প্রার্থনাও করেছেন। তারা সম্ভবত জাদুঘরটিকে শুরু থেকেই, একটি 'পিপ-শো, আশ্চর্য এক বাড়ি, অদ্ভুত জিনিসে ভরা একটি অট্টালিকা অথবা আজব প্রাণী'র আবাস ভেবেছিল যার মূল আবেদন বোধহয় ছিল 'বিস্ময় ও বিশ্বাসের প্রতি ভারতের অনুভূতি'।[৫৪] তাই কলকাতার জাদুঘরটি আজব ঘর বা যাদুঘর নামে পরিচিতি লাভ করে।[৫৫] পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টা স্বত্তেও, সময়ের পরিক্রমায়, এবং সরল দর্শনার্থীদের ক্রমাগত আগমনের সাথে, গোপনে ধূমপান করা বিড়ির উচ্ছিষ্ট এবং পানের দাগ জাদুঘর চত্বরের বিভিন্ন কোণে দেখা যেতে শুরু করে।[৫৬] এটি রোধ করার জন্য খুব বেশি কিছু করা হয়নি, সম্ভবত জাদুঘরে ক্রমবর্ধমান আগত দর্শনার্থীদের উৎসাহকে সংযত করতে কিছু অনীহার কারণে। সর্বোপরি, সরকার ইতিমধ্যে দেশের জনপ্রিয় স্তরে শিক্ষার উন্নতির জন্য নিজেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছিল এবং ভারতীয় জাদুঘরের কর্তৃপক্ষও জানতেন যে এতে তাদের কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। ১৯ জুলাই, ১৮৫৪ সালে ভারত সরকারের নীতি বিবৃতিতে 'গণশিক্ষার' ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল এবং এটিকে 'রাষ্ট্রের দায়িত্ব' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল।[৫৭] ১৮৭১ সালেপ্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা বিভাগগুলি 'গণশিক্ষায় সাহায্যের প্রয়োজন' অনুভব করেছিল।[৫৮] প্রায় একইভাবে, ভারতীয় জাদুঘরের আয়োজকরা ১৮৫৮ সালের ডিসেম্বরের প্রথম দিকে বলেছিলেন যে, তারা জাদুঘরকে 'পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার সবচাইতে মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় অংশ' বলে মনে করেন।[৫৯] যখন জাদুঘর কর্তৃপক্ষ 'জনপ্রিয় শিক্ষার জরুরি প্রতিশ্রুতি'[৬০] অনুভব করেছিল, এবং 'জনস্বার্থ বাড়িয়ে তুলতে ও নির্দেশনা প্রচারের' সিদ্ধান্ত নেয় তখন একই কথা পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল।[৬১]

৩

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় জাদুঘর, কলকাতা, অন্যান্য সুপ্রতিষ্ঠিত জাদুঘরের মতো, প্রথম থেকেই একই সাথে কম জনপ্রিয়, পাশাপাশি উচ্চ পণ্ডিতদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে বলে মনে হয়। যেসব বস্তু 'প্রকৃতির ঘটনা এবং মানুষের কাজকে চিত্রিত করে' সেগুলি জড়ো করে শিক্ষা দিয়ে জ্ঞানের সীমানা বাড়ানোর পক্ষে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। এটা জড়ো করা নমুনাগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার সুযোগ-সুবিধা করে দিয়েছিল এবং 'এর ফলে জ্ঞান বিস্তারের'

সুযোগ করে দিয়েছিল।[৬২] ফলস্বরূপ, জাদুঘরের নমুনা ও নিদর্শনগুলো 'অধ্যয়নরত ও কৌতুহলী ব্যক্তিদের'[৬৩] জন্য উন্মুক্ত ছিল, যারা কিনা এগুলোকে ব্যবহার করে তাদের গবেষণাকে আরো এগিয়ে নিতে পারেন।[৬৪] এই ধরণের বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতার কারণে ভারতীয় জাদুঘর 'জনগণের সংস্কৃতিকে উন্নত করেছিল এবং আলোকায়িত করেছিল'।[৬৫] প্রকৃতপক্ষে, এটি 'জনসাধারণের আগ্রহ জাগাতে এবং তাদের জন্য নির্দেশনা প্রচারের তাগিদে'[৬৬] উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি নিজেদেরকে 'জনপ্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান'[৬৭] হিসেবেও তুলে ধরেছিল। স্বাভাবিকভাবেই এর সর্বোত্তম সম্ভাব্য পথ ছিল সাধারণ মানুষ এবং মহিলাকে জাদুঘর পরিদর্শন করার জন্য স্বাগত জানানো, তাদের মধ্যে অবাধ প্রবেশের অনুমতি দেওয়া এবং 'বড়ো আকারে ও স্থায়ীভাবে' জাদুঘরের জনপ্রিয়তার ক্রমাগত বৃদ্ধি নিশ্চিত করা।[৬৮] কালক্রমে ভারতীয় জাদুঘরের বার্ষিক উপস্থিতি অন্যান্য জাদুঘরের চাইতে অনেক বেশি ছিল বোধহয়।[৬৯] যারা আসতেন দর্শনে তাদের অধিকাংশ ছিলেন আমজনতা অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত। তারা সাধারণত বিনোদনের উদ্দেশ্যে আসত, কিন্তু তারা একে অপরের সাথে মতামত বিনিময় করত এবং যা দেখেছে তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে উৎসাহের সাথে আলোচনা করত। এবং জাদুঘরের নিদর্শনগুলো দেখা সচেতন ও আধা-সচেতনভাবে একটা মোটা বই পড়ার মতো, যেমন করে বলা হয়ে থাকে, 'দেখে দেখা, এমনকি পড়া না হলেও'।[৭০]

জাদুঘরে সাধারণ মানুষের ভিড়ে আর শোরগোলে শিক্ষাবিদদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি এবং জিজ্ঞাসু দর্শকদের অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভবত কিছুটা ম্লান হওয়ার সম্ভবনা থাকে। ফলস্বরূপ, ভারতীয় জাদুঘরটি অসংখ্য স্থানীয়দের কাছে জাদুঘর এবং শিক্ষিতদের জন্য একটি বিদ্যায়তনিক পরিসর হওয়াতে এক ধরণের উৎকণ্ঠা থাকতো। জাদুঘর এমন জায়গা যেখানে কেউ 'দেখতে' [seeing] ও 'বিস্মিত' [wonder] হতে পারে- এটা সবাই স্বীকার করে নিলেও জ্ঞানীরা মনে করেন, 'বিস্মিত' হওয়ার সাথে বিদ্যায়তনিক প্রাসঙ্গিকতা অল্পই রয়েছে। এই আলোকে 'বিস্মিত হওয়া' এবং 'প্রদর্শন'কে কেবল 'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞান' এর বিপরীত মেরু হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে, এবং দর্শকদের 'পরিমাণ' তাদের দেখার 'মানের' বিপরীত।[৭১] ফলে পণ্ডিতদের কাছে মনে হয়েছে জাদুঘরে 'আমজনতার আজব ঘর ও স্বল্প পরিমাণ পণ্ডিতের বিদ্যায়তনিক পরিসর এই দুইয়ের মধ্যে একধরণের বৈপরীত্য' থাকে। 'বিদ্যায়তনিক' এবং 'জনপ্রিয়' এই দুয়ের মধ্যে তারা জাদুঘরটিকে এমন একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে খুঁজে পেয়েছিল যা 'fumbled, floundered and turned increasingly inward'।[৭২] জনতুষ্টির দিকে নজর দেয়ার লক্ষে পণ্ডিতমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতি অনীহার কারণে জাদুঘরের বিরুদ্ধে এই

ধরণের পাণ্ডিত্যসুলভ কটাক্ষকে নির্মম বলে মনে হবে যদি জাদুঘরের ভাষ্যকে আমলে নেয়া হয়।

অন্তর্মুখী জাদুঘর কর্তৃপক্ষ তাদের পরিস্থিতিকে অন্যরকম বলে মনে করতেন, অর্থাৎ জনগণের তুলনায় তাদের ভুমিকায় কিছুটা ঘাটতি থাকলেও, তারা পাণ্ডিত্যসুলভ উদ্দেশ্য সাধনে উলে-খযোগ্যভাবে সফল হয়েছিল। তারা শেখার এবং গবেষণার অগ্রগতির জন্য তাদের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণে সন্তুষ্ট বোধ করছিলেন। তারা দাবি করেছেন যে, গবেষণার জন্য উপকরণ সরবরাহ করে জ্ঞান ও সমৃদ্ধিতে তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। তারা এটাও অনুভব করেছিলেন যে তারা 'আমাদের {জাদুঘরের} সংগ্রহগুলির সাথে মূল কাজকে উদ্দীপিত করতে এবং আমাদের {জাদুঘরের} তদন্তকারীদের দ্বারা ফলাফল প্রকাশে' ধীরগতিতে ছিলেন না।[৭৩] তদপুরি, যারা জাদুঘর চালাচ্ছেন তাদের আত্মতৃপ্তি কিছুটা কমে গিয়েছিল, যখন তারা তাদের সীমিত কৃতিত্বকে 'জনসাধারণের আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে এবং তাদের নির্দেশনা প্রচারের জন্য' উল্লেখ করেছিলেন। তারা এই বিষয়ে সাফল্যের পরিপূর্ণ পরিমাপ অর্জন করতে না পারার জন্য, অথবা 'জনগণের সংস্কৃতির জন্য একটি প্রতিষ্ঠান' এর গৌরব অর্জন করতে অক্ষম হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছেন।[৭৪]

বিদ্যায়তনিক পরিসরে জাদুঘরের উৎপাদ বা জনপরিসরে এর সক্রিয়তা কোনো কিছুই জনগণের লম্বাসারির চাইতে বেশি হৃদয়গ্রাহী ছিল না। ১৮৫৮ সালে উপনিবেশিক শাসক জাদুঘর প্রতিষ্ঠার যে কয়টা লক্ষ্যপূরণের কথা চিন্তা করেছিল তার মধ্যে এটা ছিল মৌলিক। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ গ্রামাঞ্চল থেকে শহর পর্যন্ত উন্মত্ত জনতাকে নিয়ে যে উদ্বেগ ও আতঙ্ক তৈয়ার করেছিল, বিশেষ করে কলকাতায়, সেটার সাথে এই চিন্তাটা জড়িত ছিল। ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষ মনে করেছিল এই ধরনের ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য, এবং গ্রামাঞ্চলে সামন্ত প্রভুদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে (কৃষকদের ওপর তাদের প্রভাব ছিল)[৭৫] তারা অসন্তোষ জনগণের সাথে একটা বোঝাপড়ায় যেতে পারবে; এই জনতা যেন সামাজিক-রাজনৈতি বিষ্ফোরক। কর্তৃপক্ষ এমন একটা অবস্থানে ছিল, ক্রমাগত জনতার কাছাকাছি আসা, যতটা সম্ভব ভালো মেজাজে রাখা এবং সবেদনশীল বিষয়গুলোতে জনমত জিততে এবং জনতাকে আক্রমণাত্মক হতে বাধা দেয়ার মাধ্যমে। ভারত সরকারের এই সব হিসাবনিকাশ কমবেশি ভারতে 'সুশাসনের' স্বার্থে এবং ভারতের 'সুখ' এবং ব্রিটেনের 'গৌরবের' মধ্যকার ভারসাম্যের জন্য নীতিনির্ধারকরা যা ভেবেছিলেন তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

একটি বিশাল অনিরূপিত জনতার সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য সরকারের

কাছে যতগুলো উপায় ছিল তন্মধ্যে খোদ জাদুঘর এবং কিছু সরকারী প্রণোদনায় আয়োজিত প্রদর্শনীই একমাত্র সহজলভ্য। খুব প্রাথমিক অবস্থায় ১৮৪০ সালে দিকে সরকারি উদ্যোগে কয়েকটি প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছিল, উদ্দেশ্য কৃষি, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পদের উন্নয়ন। এর মধ্যে কিছু স্থানীয়ভাবে সংগঠিত হয়েছিল এবং তারপরে জেলা পর্যায়ে ঐতিহ্যবাহী মেলার মাধ্যমে এগুলো আয়োজিত হয়েছিল। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী হতো প্রতিবছর ফেনী, নোয়াখালীর পাগলু মিয়ার মেলায়। ১৮৮৩ সালে কলকাতা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে প্রাদেশিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক চরিত্র দেয়ার আগ পর্যন্ত অন্যান্য জেলা এবং মহকুমা শহরেও একই ধরনের স্থানীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু এর সবই ছিল অনিয়মিত, স্বল্পস্থায়ী, স্থানিক এবং বিচিত্র ও ব্যাপক শ্রোতাদের আকৃষ্ট করার জন্য খুব সংকীর্ণ। অন্যদিকে, জাদুঘর পুরো দেশকে না হলেও পুরো একটা অঞ্চলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। উপমহাদেহের ঐতিহ্য, প্রাকৃতিক ইতিহাস, প্রাণির ইতিহাস ইত্যাদি সবই ছিল। এর স্থানটি স্থায়ী এবং উপযুক্তভাবে মহানগরের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করা হয়েছিল, যেখানে ১৮৭৮ সালের মধ্যে একটি আকর্ষণীয় কাঠামো তৈরি করা হয়েছিল, যেখানে নমুনাগুলোর একটি চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনের জন্য গ্যালারির বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, ভারতীয় জাদুঘরটি 'এত বিরাট, সর্বাধিক বৈচিত্রময় এবং প্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় জনসাধারণের সমন্বয়ে গঠিত' যে দর্শনার্থীরা দুয়েকটা নিয়মকানুন লজ্ঞণ করলেও কর্তৃপক্ষ তাতে আপত্তি জানায়নি। এই স্থানের জাদু খুব ভালো করেই কাজ করছিল, প্রাঙ্গনে ভিড় জমছিল, বিড়ি টুকরো ও পানের রসের চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছিল, কক্ষের ভেতর থেকে পূজা-অর্চনার মন্ত্রও শোনা যাচ্ছিল। প্রথমবারের মতন, ভারতীয় জাদুঘরের কোরিডোরে নিরাপত্তা নিয়ে বিভোর অভিভাবকরা [ব্রিটিশরা-*অনুবাদক*] ভারতীয় সর্বজনকে স্বীকার করে নেন, কৌতূহলী হওয়ার তাদের অধিকারকে স্বীকার করে নিয়েছেন, এবং তারা যেভাবে পহন্দ করতেন সেভাবেই তাদের কৌতূহলকে সন্তুষ্ট করেছেন।

তথ্যসূত্র:

1. *The History of the Indian Museum:* An Inaugural Address Delivered by the Hon'ble Justice Sir Ashutosh Mookerjee, Chairman of the Trustees, on 28 November 1913, Calcutta (printed by order of the Trustees of Indian Museum, 1914), p. 4.
2. Report of the Committee of Natural History, Asiatic Society, 20 March 1857, enclosure to the Asiatic Society's letter to the Government of India, no. 308, 8 October 1858, File No. *Home*

Public, 1858, 10 December, Nos. 53–55, National Archives of India, New Delhi (hereafter NAI).

3. W.S. Atkinson, Secy. Asiatic Society of Bengal, to C. Beadon, Secy. Govt. of India, no. 308, 8 October 1858, file No. *Home Public, 1858*, 10 December, Nos. 53–56, N.A.I
4. *Ibid.*
5. *Ibid.*
6. E.C. Baylay, Secy. Govt. of India to W.S. Atkinson, Secy. Asiatic Society, No. 180, 22 May 1962, *Home Pub., 1862*, 22 May, No. 22A, N.A.I.
7. *Ibid.*
8. *Ibid.* Also Secy. Asiatic Society to E.C. Baylay, Secy. Govt. of India, No 180, 18 June 1862, *Home Pub. 1864*, Public A, 8 July, Nos. 1–11, N.A.I.
9. W.S. Atkinson, Secy. Asiatic Society to C. Beadon, Secy. Govt. of India, No. 308, 8 October 1858, File No. *Home Pub.1858*, 10 December Nos. 53–55, N.A.I
10. Secy. Asiatic Society to E.C. Baylay, Secy. Govt. of India, no. 180, 18 June 1862, File No. Home Pub.-A, 1863, September, Nos. 1–3, N.A.I. Despite being committed academically to the unravelling of India's glorious past, the Society had not been known particularly for its commitment to the contemporary Indians, though its members might not also have clung to the views of the founder whose papers revealed a 'distrust' of the ordinary people and also of the 'Indian masses'. See S. N. Mukherjee, *Sir William Jones: A Study in the Eighteenth-Century British Attitudes to India*, (Cambridge University Press, 1968), p. 135.
11. E.C. Baylay, Secy. Govt. of India to J. Anderson, Secy. Asiatic Society, No. 3169, 31 March 1866, file No. *Home Pub. A 1866*, 31 March, Nos. 104–105 N.AI.
12. E.C. Baylay, Secy. Govt. of India to W.S. Atkinson, Secy. Asiatic Society, No. 180, 22 May 1862, Home Public 1862, 22 May, No. 22A, N.A.I.
13. E.C. Baylay, Secy. Govt. of India to W.S. Atkinson, Secy. Asiatic Society, No. 5503, 1 September 1862, file No. *Home Dept. Public* – A, 1862, September, 1–3, N.A.I
14. W.S. Atkinson, Secy. Asiatic Society to C. Beadon, Secy. Govt. of India, No. 308, 8 October 1858, *Home Public 1858*, 10 December, Nos. 53–55, NAI; hotographed letter at the end of *The Indian Museum, 1814–1914,* The Trustees of the Indian Museum, Baptist Mission Press, Calcutta, 1914

15. Amit Kumar Gupta, *Nineteenth Century Colonialism and the Great Indian Revolt*, (Routledge, U.K., 2016), chapter 4 and p. 15; *Ibid*
16. The cornerstone of the post-uprising British policy was to develop a partnership between India's imperial and feudal exploiters—the senior and the junior partners—for running the mutually profiteering colonial economy. *Ibid.*, chapter 6 and Postscript.
17. Tapti Roy, *The Politics of a Popular Rising*, (New Delhi: OUP, 1994), , and Eric Stokes, *Peasant and the Raj*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1978) do provide the glimpses of the civil rising in 1857–58.
18. Premansu Kumar Bandyopadhyay, *Tulsi Leaves and the Ganges Water: The Slogan of the First Sepoy Mutiny at Barrackpore, 1824*, (Calcutta, 2003), chapters III and IV
19. Since Barrakpore thus stood historically for violent insurrectionary struggle, and it remained to the laterrevolutionists in Bengal as an example of local armed resistance.
20. Basudeb Chattopadhyay, *'Panic Sunday in Calcutta:* 14 June 1857' in *Re-thinking* 1857, Sabyasachi Bhattacharya (ed.), Orient Longman, (Delhi, 2007), p. 173.
21. *Ibid.*, pp. 174–5.
22. S. Gopal, 'Gladstone and India' in Donovan Williams and E. Daniel Potts (eds.), *Essays in Indian History: In Honour of Cuthbert Collin Davies*, (Bombay, 1973), pp. 3–4
23. Disreli's speech as the Chancellor of Exchequer, House of Commons, 26 April 1858, *Hansard Parliamentary Debates*, 3rd series, vol. 149, p. 1666.
24. F.E. Fenner, 'Disraeli's Indian Policy', (Ph.D. thesis, St. John's University, New York, 1966), p. 89 (microfilm, N.M.M & L.).
25. Draft Act for the establishment of a General Museum at Calcutta, Home Public, A, 1866, 23 March, No.s 96–97, N.A.I.
26. Kenneth Hudson, *A Social History of Museums: What the Visitors Thought*, (Macmillan, 1975), p. 1.
27. *Indian Museum, Museum, Minutes of the Trustees, September 1866*–March 1868, Calcutta, Office of Supdt. of Government Printing, 1968.
28. *The Indian Museum, 1814–1914,* The Trustees of the Indian Museum, Baptist Mission Press, (Calcutta, 1914), p. 8.
29. Secretary, The Trustees to the Secretary, Govt. of Indian, Dept. of Commerce and Industry, no. 211 t, 12 April 1905, Dept. of Commerce and Industry Proceedings (Practical Arts & Museum)

Govt. of India, file No. 15 of 1905 No. 1, Serial No. 1, N.A.I.

30. Draft Act for the Establishment of a General Museum at Calcutta, Home Public, A, 1866, 23 March, Nos. 96–97, N.A.I.
31. *Ibid.*
32. An illustrative survey of every field of natural science or 'all that exists within the boundaries of the Indian empire which can appropriately be classed under the name of natural history' was what the Government meant at that point of time. See E.C. Buck, Revenue and Agriculture Dept., Govt. of India to the Trustees, Indian Museum, 25 July 1893, File No. 31, Progs. 1 and 2, Rev. and Agr. Ministry, Museum and Exhibition Branch, 1893, N.A.I..
33. *The Indian Museum, 1814–1914*, the Trustees of the Indian Museum, Baptist Mission press, (Calcutta, 1914), p. 8 and Appendix V p. 1, XIII.
34. Maj. Gen. A. Cunningham, Dir. Gen. Archaeological Survey of India to Secy. Home Dept. Govt. of India, no. 54, Simla, 21 July 1876, Home Dept. 1876, Public A, August, Nos. 39–42, N.A.I.
35. W.S Atkinson, Secy. Asiatic Society to C. Beadon, Secy. Govt. of India, no. 308, 8 October 1858. File No. Home Public, 10 Dec. Nos. 53–55, N.A.I.
36. Proceedings of the Govt. of India, Financial Dept. No. 1266, 28 February 1871, Home Dept. Public-A, 18 March 1871, No.s 144–146, N.A.I.
37. Proceedings of the Govt. of India in the Public Works Dept. No. 82 B-C, Resolution, 6 March 1871, *ibid.*
38. Home Dept. Resolution, No. 637, 6 February 1873, cited in Progs. Nos. 1–17, 24, p. 31, March 1871, Indian Arts, Museums & Exhibitions Br.; Rev., Agr. and Comm. Dept., N.A.I
39. *The Indian Museum, 1814–1914*, The Trustees of the Indian Museum, Baptist Mission Press, (Calcutta, 1914), p. 8.
40. Kenneth Hudson, *A Social History of Museums: What the Visitors Thought*, (Macmillan, 1975), p. 6. Classifying and investigating visitors in the museums started in the West from 1897.
41. Appendix D from Report of the Trustees of the Indian Museum for the 18 months ending on 31 October 1867, p. 263. Records show public admission to the museum to be an average of 2,690 per week, 448 per *diem*, omitting closed days. *Indian Museum: Minutes of the Trustees, September 1866 – March 1868*, (Cal., Office of Supdt. of Govt. Printing, 1986), N.A. I. Library
42. Appendix D1, Number of Visitors to the Museum, File No. Home

Dept. Public B, 18 September 1869, 53B, N.A.I

43. Report of the Trustees, Indian Museum, 1869–1870, Home Dept. Public-B, 10 September 1870, No.s 36–37, N.A.I
44. Minutes of the Trustees, Indian Museum, September 1866 – March 1868, Calcutta, Supdt. of Govt. Printing, 1968–70, p. 13, Act No. XVII of 1866, Bye-laws, Section III, N.A.I. Lib.
45. *Ibid.*
46. It is not clear if these included the footwears of rustic native visitors. Probably, it did by implication, suspecting their shoes, sandals and slippers to be unkempt and uncleaned. That must be the reason why the legendary Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar in a plain dress was asked, when he came to visit the Museum in July 1874, by its porters to leave his slippers at the portico. He did not, and on return demanded in writing to know from the Trustees of the museum, as well as the Council of Asiatic Society, if they had passed any rule to this effect, for that was bound to discourage many Indians from visiting the place. The Trustees replied to him that they had not passed any such rule, but they failed to issue any order discontinuing the practice. (See the photograph of a page from the *Hindoo Patriot*, 6 July 1874 in *The Indian Museum*, 1814– 1914, Baptist Mission Press, Calcutta, 1914). On its part, the Society curtly informed the Pandit that 'native gentlemen ought to know the Indian etiquette in the matter (i.e., of paying obeisance to the presence of ancient relics in the Museum)'.
47. Report of the Trustees, No. 14, 10 February1868, Indian Museum, Minutes of the Trustees, September 1866-March 1868, Cal. Office of Supdt. of Govt. Printing, 1968, N.A.I. Lib.
48. Report of the Trustees of the Indian Museum for the year 1869–1870, Home Dept. Public-B, 10 September 1870, No.s 36–37, N.A.I.
49. Kenneth Hudson, A Social history of Museums: What the Visitors Thought, (Macmillan, 1975), p. 7.
50. Hony. Secy. The Trustees, Indian Museum, to Officiating Under-Secy. Govt. of India, No. 538, 14 February 1871. Home Dept. Public, 4 march 1871, No. 36, N.A.I.
51. 'Protests Against Taxidermists Engaged in Private Trade', Progs. No. s 576, file No. 35 of 1901–2, Indian Arts, Museums and Exhibitions Branch, Rev., Agriculture and Commerce Dept., N.A.I.
52. Secy. Trustees, Indian Museum, to Govt. of Bengal, No. 234 of 22 February 1875, Indian Arts, Museums and Exhibitions Branch, Rev., Agriculture and Commerce Dept., Progs. No. s 5–7 part-B,

September 1875, N.A.I.

53. Secy. Trustees, Indian Museum, to Under Secy. Govt. of India, no. 538 of 14 February 1871, Home Dept. Public, 4 march 1871, No. 36, N.A.I.; Secy. Trustees, Indian Museum, to Secy. Govt. of India, no. 466, 22 February 1892. Rev. and Agriculture Dept., Museum and Exhibitions Branch, File No. 20 of 1892, Progs. Nos. 14–16, Part C, Page 241, N.A.I.; Rudyard Kipling, Kim, (New Delhi: Rupa, 2012), p. 39.
54. S.F. Markham and H. Hargreaves, The Museums in India, (London, 1936), pp. 61–62.
55. Even now people from the districts and the rural areas, whenever they come to the city of Calcutta for a short visit, invariably keep Jadu Ghar, and also the Chidiya Ghar (the Zoo), in their itineraries.
56. Bits and pieces of smoked bidis and the marks of chewed pans later on became so synonymous with the Indian Museums in Calcutta and other places that a very scholarly collection of research papers on them had to be named: *No Touching, No Spitting, No Praying: The Museum in South Asia,* Salomi Mathur and Kavita Singh (eds.) (New Delhi: Routledge, 2015).
57. See references to Charles Wood's Educational Despatch in Amit Kumar Gupta, *Nineteenth Century Colonialism and the Great Indian Revolt,* (Routledge, U.K., 2016), p. 20, and Chapter XI (C) Education Policy by S.N. Mukherjee in *A Comprehensive History of India,* Vol. XI, Indian History Congress, (New Delhi: People's Publishing House, 1985), p. 612.
58. Judith M. Brown, Modern India: The Origins of an Asian Democracy, (Delhi: Oxford University Press, 1984), p. 117
59. W.S. Atkinson, Secretary, Asiatic Society of Bengal to C. Beadon; Secretary, Govt. of India, No. 308, 8 October 1858, Home Public, 1858, 10 December, Nos. 53–55. N.A.I.
60. Salomi Mathur and Kavita Singh (eds.) *No Touching, No Spitting, No Praying: The Museum in South Asia,* (New Delhi: Routledge, 2015), p. 78.
61. *The Indian Museum, 1814–1914,* The Trustees of the Indian Museum, (Calcutta: Baptist Mission Press, 1914), Introduction.
62. *The History of the Indian Museum: An Inaugural Address by the Hon'ble Justice Sir Ashutosh Mookerjee,* Chairman of the Trustees, 28 November 1913, Calcutta (printed in 1914), p. 18.
63. Draft Act for the establishment of a General Museum at Calcutta, Home Public, A, 1866, 23 March, No.s 96–97, N.A.I.

64. Secy. Asiatic Society to C. Beadon, Secy. Govt. of India, no. 308, 8 October 1858, Home Public, 1858, 10 December, No. s 3–5, N.A.I.
65. *The Indian Museum*, 1814–1914, The Trustees of the Indian Museum, (Calcutta: Baptist Mission Press, 1914), p. 17.
66. *Ibid.,* p. 18
67. *Ibid.*, p. 80.
68. Report of the Trustees, Indian Museum, Calcutta. Home Dept., Public, B, 10 September 1870, No. s 3–37, N.A.I.
69. Dr J.P. Vogel's paper, *Report of the Museum's Conference held in Madras*, 15–17 January 1912, Calcutta.
70. Dr Bhan Daj's speech, 1858 in the Report on the government Central Museum, Bombay, 1864, Appendix A, 27.
71. Tapati Guha-Thakurta, 'The Museum in the Colony: Collecting, Conserving, Classifying' in *No Touching*, *No Spitting*, *No praying*, Saloni Mathur and Kavita Singh (eds.), (New Delhi: Routledge, 2015), p. 79.
72. *Ibid.*, p. 81.
73. *The Indian Museum, 1814–1914*, the Trustees of the Indian Museum, (Calcutta: Baptist Mission Press, 1914), p. 18.
74. *bid.*
75. It has already been pointed out in p. 7 of this article.

অনুবাদ করেছেন: রিফাত ফারজানা